নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

Important Economic Issues of Bangladesh

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

অন্যভাবে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশে। উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টির বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির বার্ষিক হার কে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।

অথর্নৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধু প্রবৃদ্ধি বোঝায় না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন হয়। যেমন- নাগরিকদের ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি। এজন্য লেখা যায়,

অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

উন্নত দেশ

উচ্চ আয়ের যেসব দেশে অথর্নৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে। এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত।

উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

খ) পর্যাপ্ত মূলধন

গ) উন্নত কারিগরি জ্ঞান

ঘ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

ঙ) উন্নত ভৌত অবকাঠামো

চ) উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা

অনুন্নত দেশ

অনুন্নত দেশ হচ্ছে সে সব দেশ, যেগুলোতেজনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মূলধন বা পুঁজি কম। নিম্ন আয়ভুক্ত এসব দেশে জনসাধারণ নিম্নমানর জীবন যাপন করে।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত

খ) কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

গ) অধিক বেকারত্ব

ঘ) কম মাথাপিছু আয়

ঙ) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

চ) অধিক জনসংখ্যা

ছ) যথাযথ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার

জ) অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা

ঝ) প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত

ঞ) অনুন্নত শিল্প কাঠামো

উন্নয়নশীল দেশ

যেসব দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এরা নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি

খ) মাথাপিছু আয়ের উর্ধ্বগতি

গ) প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার

ঘ) মূলধনের স্বল্পতা

ঙ) প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ

চ) শিল্পের বিকাশ

ছ) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি

জ) উদ্যোক্তার অভাব

ঝ) অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল

ঞ) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ

বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় সমূহ নিম্নরূপ

ক) কৃষির উপর নির্ভরশীলতা

খ) কৃষি ব্যবস্থা

গ) মূলধনের অভাব

ঘ) উদ্যোক্তার অভাব

ঙ) জনসংখ্যা

চ) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

ছ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

জ) বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা

ঝ) উন্নত বাজার ব্যবস্থা

ঞ) প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা

বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম-

প্রশিকা

১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশসম্মত কৃষি, সেচ, পশু সম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসবাসরত বাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি কার্যক্রম চালাচ্ছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

১৯৯২ সালে প্রতিষ্টিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমি, বগুড়া ও অন্যান্য বড় বড় শহরের ভর্তির দুস্থ মহিলাদের সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

এসএসএস (সোস্াটি ফর সোসাল সার্ভিসেস)

সমাজের দরিদ্র অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এস এস এস এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এ সংস্থার লক্ষ্য।

টিএমএসএস (ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ)

বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন হলো টিএমএসএস। এই সংগঠন নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নারীদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্র্যাক

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা হল ব্র্যাক। ব্র্যাক এর পূর্ণরূপ হল বাংলাদেশ রুরাল অ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বস্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচন, অতি দরিদ্রদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কাজ করে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত হিসেবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সরকারের দারিদ্র বিমোচনের একটি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বেকার গরিব সম্প্রদায়কে উন্নয়নশীল কাজে নিয়োজিত করা হয় এবং কাজের পরিবর্তে তাদের খাদ্য প্রদান করা হয়। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ধীন এ কর্মসূচির আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়।

মানব সম্পদ

জনসংখ্যার যে অংশ শিক্ষা ও দক্ষতার প্রেক্ষিতে শক্তিতে পরিণত হয় সে অংশকে মানবসম্পদ বলে। আবার উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা, সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্ম ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া কে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলে।

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম হয় বলে বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এ বিদ্যমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর করে।

মহিলা বেকারত্ব

গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা বেকার কম থাকে। তারা সাধারণত ফসল বপন ও কর্তন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় ব্যস্ত থাকে। কারণ মহিলারা কাজ না করলেও ঘরে রান্না-বান্না, ধান সহ অন্যান্য ফসল শুকানো, যত্নসহকারে রাখা, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি সকল কাজ নিয়ে বছরের সব ঋতুতেই ব্যস্ত থাকে। সংসারে মহিলার প্রায় ৯৫% কর্মে নিয়োজিত

দারিদ্র্য

দারিদ্র্যের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে দারিদ্র্যের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব। সমাজে যারা অন্যদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে কম আয় করে, কম সম্পদের মালিক, কম শান্তিতে আছেন এবং সর্বদায় নিজেদের অ-ক্ষমতাবান ও বিপন্ন বোধ করেন তাদেরকেই সাধারণত দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে দরিদ্র বলে থাকে যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণ টুকু জোগাড় করতে পারেন না।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী সহ সকল সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেন্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় মোট ৬৪ টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন তহবিল। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উল্লেখযোগ্য কর্মসূ

ক) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

খ) খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম

গ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

মৌসুমী বেকারত্ব

প্রাকৃতিক কারণে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক কিংবা অন্যকোন কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে বেকার থাকতে পারে একে মৌসুমী বেকারত্ব বলে। যেমন- ফসল বহন করা বা কর্তনের সময় ব্যতীত কৃষি শ্রমিকের অন্য কোনো কাজ থাকে না বলে বেকার থাকে।

ছদ্মবেশী বেকারত্ব

ছদ্মবেশী বেকারত্ব হচ্ছে সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাতদৃষ্টিতে কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।

সাময়িক বেকারত্ব

পেশা পরিবর্তনের সময় যে বেকারত্ব তৈরি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়। যেমন- একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে কয়দিন সে কর্মহীন থাকে এসময় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বেকারত্ব নিরসনে পদক্ষেপসমূহ

ক) ছদ্মবেশী বেকারত্ব নিরসন

খ) মূলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব নিরসন

গ) কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন

ঘ) গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন

ঙ) কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা

চ) ফসল বহির্ভূত কৃষি

ছ) অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষা নীতি গ্রহণ

জ) পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধা

মানব সম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি

ক) শিক্ষা

খ) প্রশিক্ষণ

গ) জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

ঘ) খাদ্য ও পুষ্টি

ঙ) উপযুক্ত বাসস্থান

চ) নারীর ক্ষমতায়ন

ছ) মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা